দৈনিক
ইত্তেফাক

18 AUG 2015

# খুঁড়িয়ে চলছে মেহেরপুর সরকারি কলেজ

■ মেহেরপুর প্রতিনিধি

শিক্ষক সংকট আর নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে মেহেরপুর সরকারি কলেজ। ৩৪.৫৮ একর কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতিকে ভাল ফলাফলের প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা না হলেও শিক্ষক সংকট আর শিক্ষার্থীদের পছন্দের বিষয় না থাকাকে বড় সমস্যা হলে চিহ্নিত করছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের সংযোগস্থল মেহেরপুর জেলা শহরের প্রবেশ মুখে ১৯৬২ সালে স্থাপিত কলেজটি ১৯৭৯ সালের ৭ মে ইন্টার, মাধ্যমিক পর্যায়ে জাতীয়করণের মাধ্যমে মেহেরপুর সরকারি কলেজে রূপান্তরিত হয়। জাতীয়করণের আগে কলেজটিতে শুধু ডিগ্রি (পাস) কোর্স চালু ছিল। ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজটিতে স্নাতক সম্মান কোর্স চালু করা হয়। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জাতীয়করণের সময় অনুমোদিত ৪০ জন শিক্ষকের পদের বাইরে কোন শিক্ষক দেয়া হয়নি আজও পর্যন্ত। এরপরও অনুমোদিত ৪০ জন শিক্ষকের পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ২৩ জন শিক্ষক। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যা শাখায় দীর্ঘদিন থেকে কোন শিক্ষক নেই। এছাড়া অনুমোদিত ২৯ জন কর্মচারীর স্থলে কর্মরত আছেন মাত্র ১৭ জন কর্মচারী। অন্যদিকে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাসসহ কলেজটির ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে রয়েছে আকাশপাতাল ঘাটতি।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি (পাস) কোর্সের বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য এই তিন বিভাগের ১৩টি বিষয়ের জন্য ৫২ জন এবং স্নাতক সম্মান বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের জন্য ২০ জন সর্বমোট ৭২ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। এছাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্নাতক সম্মান কোর্সে দর্শন বিষয় চালুর অপেক্ষা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এরপরও বর্তমানে কলেজটিতে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের জন্য মাত্র ২১ জন প্রভাষক/সহযোগী অধ্যাপক কর্মরত আছেন। এতে কলেজটির বিভিন্ন শাখায় শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা হিমশিম খাচ্ছেন। কলেজের অনুমোদিত ৪ জন প্রদর্শক পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন মাত্র একজন। প্রধান সহকারী, হিসাব সহকারী, ক্যাশিয়ার ও ক্যাশ সরকারের একটি করে অনুমোদিত পদের প্রত্যেকটি পদে কোন লোক কর্মরত নেই।

অফিস সহকারীর অনুমোদিত ২টি পদের মধ্যে একজন, দক্ষ বেয়ারার অনুমোদিত ৪টি পদের মধ্যে একজন ও এমএলএসএস'র অনুমোদিত ৯টি পদের মধ্যে ৮ জন কর্মরত আছেন। শিক্ষক ঘাটতির জন্য একদিকে যেমন কলেজটিতে লেখাপড়ার মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে তেমনি কর্মচারী সংকটের কারণে কলেজ পরিচালনায় হিমশিম খাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। ৪৪ জন ধারণ ক্ষমতার কলেজ ছাত্রাবাসটি অনেক আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষক ডরমেটরি ও অধ্যক্ষের বাসভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা না হলেও বর্তমানে সেখানে চলছে সংস্কার কাজ। বর্তমানে কলেজটির জন্য অঙ্গরি হয়ে পড়েছে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস এবং কম্পিউটার ভবন, মিলনায়তন কাম গ্রন্থাগার, শিক্ষক ডরমেটরি, অডিটরিয়াম, অধ্যক্ষের বাসভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, কর্মচারী ডরমেটরি, ২৫০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, গভীর নলকূপ ও সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ করা।